ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
Islami Bank Bangladesh PLC

AOF-4 (Revised)

তারিখ:.....

.....শাখা/উপশাখা

মুদারাবা মেয়াদী, সেভিংস বন্ড, ডাবল বেনেফিট হিসাব (প্রাক্কলিত) ও সঞ্চয়ী স্কীম/বিশেষ স্কিম হিসাব খোলার ফরম

Mudaraba Term, Savings Bond, Double Benefit Account (Estimated) & Savings Scheme/Special Scheme Account Opening Form

"এই হিসাব গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী শরীয়াহ সম্মত মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত"

ব্যবস্থাপক,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
..... শাখা/উপশাখা
প্রিয় মহোদয়,
আসসালামু আলাইকুম।

হিসাব নম্বর: | | | | | | | | | | | | | | | | |

ইউনিক গ্রাহক আইডি নম্বর: | | | | | | | | | | | | | |

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি:

প্রথম অংশ : হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি

১। হিসাবের শিরোনাম : (বাংলায়) .....

In English (Block Letter) .....

২। **ক) মেয়াদী আমানত এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য** : ☐ MTDRA ☐ MMPDSA ☐ MSCMPDS ☐ MSBA ☐ MNSBA ☐ MDBA (Estimated) ☐ অন্যান্য.....

পরিমাণ (টাকা) : (অংকে) ..... (কথায়) .....

মুনাফার হার : মুদারাবা তহবিল থেকে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে ৬৫% (ওয়েটেজের ভিত্তিতে) প্রদেয়।

মেয়াদকাল : ..... বছর ..... মাস ..... দিন। মেয়াদ পূর্তির তারিখ : .....

নবায়নের ক্ষেত্রে :
☐ আসল এবং মুনাফা নবায়ন করুন
☐ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন, মুনাফা ..... নম্বর হিসাবে জমা করুন
☐ প্রযোজ্য নহে।

খ) সঞ্চয়ী স্কীম/বিশেষ স্কীম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য : ☐ MSSA ☐ MHSA ☐ MMSA ☐ MBSA ☐ MESS ☐ MEHDS ☐ অন্যান্য.....

: স্কীমের নাম ..... স্কীমের মেয়াদ .....

গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় কিস্তির ফ্রিকোয়েন্সি : ..... কিস্তির সংখ্যা .....

কিস্তির পরিমাণ (টাকা) : (অংকে) ..... (কথায়) .....

এককালীন জমা : (অংকে) ..... (কথায়) .....

পরিশোধের ফ্রিকোয়েন্সি : .....পরিশোধ্য কিস্তির সংখ্যা .....

৩। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি [টিক দিন (√)] : ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যে কোন একজন ☐ যে কোন একজন অথবা জীবিতজন ☐ অন্যান্য .....

দ্বিতীয় অংশ : প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি

১। প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) :.....

In English (Block Letter) :.....

২। ট্রেড লাইসেন্স নম্বর :..... তারিখ:..... ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ .....

৩। নিবন্ধন নম্বর :..... তারিখ:..... নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ.....

নিবন্ধনকৃত ঠিকানা :.....

৪। ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/BIN (যদি থাকে) :..... ৫। ট্যাক্স আইডি নম্বর (TIN) (যদি থাকে) :.....

৬। ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:..... থানা:.....

জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল: .....

৭। প্রতিষ্ঠানের ধরণ [টিক দিন (√)] : ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ☐ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
☐ ট্রাস্ট ☐ এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন) .....

৮। ব্যবসার ধরণ : ☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন) .....

৯। ব্যবসার প্রকৃতি (বিস্তারিত) : .....

১০। বার্ষিক টার্ণওভার : .....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় অংশ : ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি[১]

হিসাব নম্বর: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

হিসাবধারীর ছবি

১। হিসাবধারীর নাম (বাংলায়) :.....

In English (Block Letter) :.....

২। জন্ম তারিখ :.....

৩। পিতার নাম :.....

৪। মাতার নাম :.....

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :.....

৬। জাতীয়তা :..... ৭। লিঙ্গ:.....

(হিসাবধারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)

৮। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস [টিক দিন (√)] : ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইনস ফর ফরেন এক্সেচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স-এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৯। পেশা (বিস্তারিত) :.....

১০। মাসিক আয় :.....

১১। অর্থের উৎস (বিস্তারিত) : .....

১২। ট্যাক্স আইডি (TIN/eTIN) (যদি থাকে) :.....

১৩। (ক) বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:..... থানা:.....

জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল: .....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:..... থানা:.....

জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল: .....

১৪। পরিচিতি পত্র : জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্মনিবন্ধন নম্বর .....

১৫। পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে) :

(ক) নাম :.....

(খ) হিসাব/ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর : ..... জন্ম তারিখ .....

স্বাক্ষর :..... তারিখ .....

১৬। হিসাবধারী নাবালক হলে :

আমি নিম্ন বর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ অভিভাবক হিসেবে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, হিসাবধারী নাবালক। তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত ফরমে প্রদান করা হলো। হিসাবধারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আমার পরবর্তী ঘোষনা না দেয়া পর্যন্ত অভিভাবক হিসেবে হিসাবটি আমার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। **(অভিভাবক বলতে বাবা অথবা মা অথবা উভয়ের অবর্তমানে অন্য কোন আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে)**

ক) অভিভাবকের নাম:..... (খ) নাবালকের সাথে সম্পর্ক :.....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

১. হিসাবধারী একাধিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোন আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

চতুর্থ অংশ : নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি[২]

হিসাব নম্বর: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এই মর্মে আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ক) নমিনির নাম : ..... জন্ম তারিখ :.....

খ) বর্তমান ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:.....

থানা:..... জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল: .....

স্থায়ী ঠিকানা : বাড়ি নম্বর:..... সড়ক/গ্রাম:..... পো:.....

থানা:..... জেলা:..... ফোন নম্বর:..... ই-মেইল: .....

হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনির ছবি

গ) শতকরা হার : .....

ঘ) হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক : .....

ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) : .....

২। নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে আমানতের অর্থ গ্রহণকারীর তথ্য:

ক) নাম : .....

খ) স্থায়ী ঠিকানা : সড়ক/গ্রাম:..... পো:..... থানা:.....

জেলা:..... ফোন/মোবাইল নম্বর:..... ই-মেইল: .....

গ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে) : .....

ঘ) নমিনির সাথে সম্পর্ক : .....

ঘোষণা ও স্বাক্ষর

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য এবং আমার/আমাদের NID-এর স্বাক্ষর/NID-তে প্রদত্ত স্বাক্ষরের পরিবর্তে নিম্নের নমুনা স্বাক্ষর ব্যবহার করব। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব এবং ব্যাংকের যাবতীয় শর্তাবলী পরিপালন করব।

হিসাব নম্বর: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

আবেদনকারী(গণ)[৩] এর নাম	স্বাক্ষর
১.	
২.	
৩.	
৪.	

হিসাবধারীর ছবি

তারিখ: | | | | | | | | |

ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য

মন্তব্য :.....

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

BAMLCO/Manager Operations
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

শাখা প্রধান/অনুমোদনকারী কর্মকর্তা
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

গ্রাহক FATCA পরিপালনের জন্য যোগ্য কি না [টিক (√) দিন] ☐ হ্যাঁ ☐ না।

উত্তর হ্যাঁ হলে FATCA পরিপালন অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক/হিসাব পরিচালনাকারীর Proof of Address এর স্বপক্ষে ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে।

২. নমিনি একাধিক হলে প্রত্যেকের নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি চতুর্থ অংশে বা চতুর্থ অংশের সংলগ্নী হিসাবে যুক্ত করতে হবে।

৩. হিসাবধারী নাবালক হলে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে হিসাবধারীর অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

প্রযোজ্য নিয়মাবলী

১. এটি হিসাবধারী গ্রাহক এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি'র মধ্যে সম্পাদিত ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক একটি মুদারাবা চুক্তি।

ক. এখানে হিসাবধারী গ্রাহক হচ্ছে 'সাহিব আল-মাল' (অর্থের মালিক) এবং ব্যাংক হচ্ছে "মুদারিব" (কারবার সংগঠক)। খ. ইসলামী শরীয়াহ বর্ণিত নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক এই অর্থ জমাগ্রহণ করে এবং জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়াহ সম্মতভাবে বিনিয়োগ করে। গ. ব্যাংক মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবধারীদের মধ্যে ওয়েটেজের ভিত্তিতে বন্টন করে। বিনিয়োগে লোকসান হলে মুদারাবা হিসাবধারীগণ তা বহন করে। ঘ. ব্যাংক নিম্নে বর্ণিত নিয়মে হিসাবের স্থিতি ফেরৎ প্রদান করবে। ঙ. এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ বর্ণিত মুদারাবা চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। চ. যে শাখা থেকে MTDR/MSB/MNSB/MMPDS/MSCMPDS/MDBA (Estimated) ক্রয় করা হয়েছে শুধুমাত্র সে শাখা থেকে ভাঙ্গানো বা নগদায়ন করা যাবে, কোন অবস্থায়ই অন্য শাখায় হিসাবটি স্থানান্তর করা যাবেনা।

২. বার্ষিক লাভ/লোকসান হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে হিসাব বন্ধ করলে সাময়িক হারে লাভ প্রদান করা হয়, পরবর্তীকালে মুনাফার চূড়ান্ত হার ঘোষণার পরে ঘোষিত চূড়ান্ত হার সাময়িক হারের চেয়ে বেশি হলে হিসাবধারককে তা প্রদান করা হয়।

৩. কোন জমার উপর গ্রাহকের হিসাব থেকে ব্যাংক যাকাত প্রদান করে না। গ্রাহককে নিজ দায়িত্বে যাকাত প্রদান করতে পারবেন।

৪. হিসাবধারীর ঠিকানার কোন পরিবর্তন হলে অবিলম্বে তা ব্যাংককে জানাতে হবে। ব্যাংক সাধারনত ডাক/কুরিয়ার যোগে হিসাবধারীর সাথে যোগাযোগ করে। ডাক/কুরিয়ার যোগে প্রেরিত কোন চিঠিপত্র যথাসময়ে বা আদৌ বিলি না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না। ব্যাংক হিসাব থেকে সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট, কর বা শুল্ক কর্তন করা হবে।

৫. হিসাবধারী কর্তৃক তার মৃত্যুর পর জমাকৃত টাকা গ্রহণের জন্য নমিনি মনোনীত করা বাঞ্ছনীয়। হিসাবধারকের মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট হিসাবের স্থিতি উত্তোলনের জন্য নমিনিকর্তৃক তার আবেদন পত্রের সাথে মনোনয়নের স্বপক্ষে প্রমানস্বরূপ নিম্নলিখিত কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে নমিনি কর্তৃক কোর্ট প্রদত্ত উত্তরাধিকার সনদ দাখিল করার প্রয়োজন নেই। (ক) হিসাবধারীর মৃত্যু সনদপত্র। প্রবাসে মৃত্যু হলে সনদপত্র সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে। (খ) নমিনির পরিচিতির স্বপক্ষে ব্যাংকের দুইজন সম্মানিত গ্রাহক অথবা ব্যাংকের দুইজন কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র। (গ) নমিনির পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি। (ঘ) নমিনি কর্তৃক ইন্ডেমনিটি বন্ড প্রদান।

৬. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২(২০১৫ এর সংশোধনীসহ), সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (২০১২-২০১৩ এর সংশোধনীসহ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা ২০১৩ ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহক ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক যে কোন তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন। ব্যাংক যে কোন রেগুলেটরী অথরিটির চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতে পারবে। বাংলাদেশ সরকার/জাতিসংঘ/EU/OFAC (The Office of Foreign Assets Control) কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে না।

৭. ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১০ (দশ) বছর ও তদূর্ধ্ব মেয়াদ পর্যন্ত কোন হিসাব লেনদেন না হলে সংশ্লিষ্ট হিসাবটি অদাবীকৃত (Unclaimed) হিসাবে গন্য করে উক্ত হিসাবের স্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংক স্থানান্তর করে দেয়া হয়।

৮. কোন অবস্থাতেই হিসাবের মূল্যমান ও মেয়াদ পরিবর্তন করা যাবে না। প্রয়োজনে নতুন হিসাব খোলা যেতে পারে। বিশেষ স্কীম, বন্ড ও মেয়াদী হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন চেক বই প্রদান করা হয় না।

৯. ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত যে কোন নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বাতিল করতে পারবে এবং হিসাবধারী তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। যে সকল হিসাবের বিপরীতে শুধুমাত্র রসিদ প্রদান করা হয় তা হস্তান্তরযোগ্য নয়। হিসাবধারী আমানতের রসিদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। রসিদ কোন কারনে হারিয়ে গেলে, নষ্ট হলে, পুড়ে গেলে বা অন্যকোনভাবে ধ্বংস হয়ে গেলে বা খোয়া গেলে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে ডুপ্লিকেট রসিদ গ্রহণ করতে হবে। হিসাবধারীর গাফিলতির কারনে অন্য কেউ আমানতের রসিদ ভাঙ্গিয়ে নিলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

মেয়াদী, বন্ড, মাসিক মুনাফাভিত্তিক হিসাব, ডাবল বেনেফিট হিসাব (প্রাক্কলিত) এবং বিশেষ স্কীম পরিচালনার নিয়মাবলী

১. সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিক নিজ নামে মুদারাবা মেয়াদী ও মাসিক মুনাফা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) প্রকল্প হিসাব, মোহর সঞ্চয়ী হিসাব, হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবেন। এমএসএস, মোহর ও হজ্বের ক্ষেত্রে হিসাবটি একক ব্যক্তিনামে খুলতে হবে। মোহর হিসাবের ক্ষেত্রে আবেদনকারী বিবাহিত হলে, তার স্ত্রীর নামে হিসাব খুলতে হবে ও স্বাক্ষর কার্ডে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে এবং অবিবাহিত হলে নিজ নামে মোহর হিসাব খুলতে পারবেন। তবে হিসাবটি বন্ধ করার সময় বিবাহ সংক্রান্ত দলিল উপস্থাপন করতে হবে এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বা মেয়াদ পূর্তির পরে শুধুমাত্র স্ত্রীর একক স্বাক্ষরেই টাকা উত্তোলন করা যাবে। অন্যথায় হিসাবটি মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) প্রকল্প হিসাবের হারে লাভ প্রদত্ত হবে। যে কোন পিতা/মাতা/আইনগত অভিভাবক তার ১৮ বছর কম বয়সী নাবালক সন্তান বা অধিনস্তের নামে এডুকেশন সেভিংস স্কীম (MESS) এবং যে কোন বাংলাদেশি প্রবাসী মুদারাবা প্রবাসী হাউজিং স্কীম (MEHDS) এর অধীনে হিসাব খুলতে পারবেন। ডাবল বেনেফিট হিসাব (প্রাক্কলিত) খুলতে পারবেন।

২. নাবালক/নাবালিকার (মোহর হিসাব বাদে) নামেও তার পিতা/মাতা/বৈধ অভিভাবকগণ এ হিসাব খুলতে পারবেন। এ হিসাবের গচ্ছিত টাকা তাকে অথবা মৃত্যুর পর তার মনোনীত জীবিত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে। মনোনীত ব্যক্তি নাবালক/নাবালিকা হলে এবং নাবালক/নাবালিকা থাকা অবস্থায় আমানতকারীর মৃত্যুর পর আমানতের অর্থ কে গ্রহণ করতে পারবেন তদসম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করবেন।

৩. প্রত্যেক আমানতকারীকে প্রতিমাসের পহেলা তারিখ হতে শেষ তারিখের মধ্যে মাসিক কিস্তির অর্থ জমা করতে হবে। মাসের শেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন হলে পূর্ববর্তী কার্যদিবসে কিস্তির অর্থ জমা করতে হবে। গ্রাহক ইচ্ছে করলে কিস্তির টাকা অগ্রীম প্রদান করতে পারেন। জমাকৃত অগ্রীম কিস্তির উপর কোন লাভ প্রদেয় হবে। চেকের মাধ্যমে জমার ক্ষেত্রে টাকা সংশ্লিষ্ট মাসের শেষ তারিখের মধ্যে সংগৃহীত না হলে উক্ত জমাকারীকে ঐ মাসের জমার জন্য খেলাপি হিসাবে গণ্য করা হবে।

৪. MTDR/MSB/MNSB/MMPDS/MSCMPDS/MDBA (Estimated) ব্যতিত অন্যান্য হিসাব লিখিত আবেদন পত্রে কারণ দর্শানোপূর্বক প্রযোজ্য ফি জমা দিয়ে আমানতকারী ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় হিসাব স্থানান্তর করতে পারবেন।

৫. এই প্রকল্পের আওতায় আমানতকারী সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষিত তার হিসাব থেকে নিয়মিত কিস্তি প্রদানের জন্য শাখায় স্থায়ী নির্দেশনা (Standing Instruction) প্রদান করতে পারবে। প্রতিটি Standing Instruction বাবদ প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে।

স্কীম	মেয়াদ	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধের প্রদেয় লাভের হার	স্বয়ংক্রিয় হিসাব বন্ধকরন	বন্ধ হিসাব পুন:বৈধকরন
মোহর	৫ ও ১০ বছর	৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা ও এর গুনিতক সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত	* ১ বছরের কম হলে কোন মুনাফা প্রযোজ্য হবে না। * ১ বছরের বেশী কিন্তু ৫ বছরের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হার। * ৫ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদ পূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের হার।	* ১ম বছরে: ১ কিস্তি খেলাপী হলে ও একই বছর খেলাপীর পুনরাবৃত্তি হলে। * ১ বছর পর: পরপর ৩ কিস্তি খেলাপী হলে।	* ১ম বছর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ২ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ১ বছর পর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ৪ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বার এবং ১০ বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ বার পূন:বৈধ করা যেতে পারে।
হজ্ব	১-২৫ বছর	বছর ভিত্তিক	* পর পর ৩ কিস্তি খেলাপী হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হারে লাভ প্রদান করা হবে।	* কোন বছরে খেলাপীর পুনরাবৃত্তি হলে	* গ্রাহকের কারণ দর্শানো ও ব্যবস্থাপকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পূনর্বৈধকরন করা যেতে পারে।
বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন)	৩, ৫ ও ১০ বছর	১০০ টাকা (আরডিএস) ও এর গুনিতক ১০০০ টাকা পর্যন্ত। ১০০০ টাকা ও এর গুনিতক ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত।	* ১ বছরের কম হলে কোন মুনাফা প্রযোজ্য হবে না। * ১ বছরের বেশী কিন্তু ৩ বছরের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হার। * ৩ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদ পূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৩ বছর মেয়াদী হিসাবের হার। * ৫ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদ পূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের হার।	* ১ম বছরে: ১ কিস্তি খেলাপী হলে ও একই বছর খেলাপীর পুনরাবৃত্তি হলে। * ১ বছর পর: পরপর ৩ কিস্তি খেলাপী হলে।	* ১ম বছর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ২ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ১ বছর পর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ৪ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ৩, ৫ এবং ১০ বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৩, ৫ এবং ১০ বার পূন:বৈধ করা যেতে পারে।
বিবাহ সঞ্চয়	৩ ও ৫ বছর	৫০০/- টাকা এবং এর গুণিতক ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	* ১ বছরের কম হলে কোন মুনাফা প্রযোজ্য হবে না। * ১ বছরের বেশী কিন্তু ৩ বছরের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হার। * ৩ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৩ বছর মেয়াদী হিসাবের হার।	* ১ম বছরে: ১ কিস্তি খেলাপী হলে ও একই বছর খেলাপীর পুনরাবৃত্তি হলে। * ১ বছর পর: পরপর ৩ কিস্তি খেলাপী হলে।	* ১ম বছর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ২ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ১ বছর পর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ৪ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ৩ ও ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ৩ ও ৫ বার পূন:বৈধ করা যেতে পারে।
শিক্ষা সঞ্চয়	৩, ৫, ১০ ও ১৫ বছর	১,০০০/- টাকা এবং এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ	* ১ বছরের কম হলে কোন মুনাফা প্রযোজ্য হবে না। * ১ বছরের বেশী কিন্তু ৩ বছরের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হার। * ৩ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৩ বছর মেয়াদী হিসাবের হার। * ৫ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের হার। * ১০ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ১০ বছর মেয়াদী হিসাবের হার।	* ১ম বছরে: ১ কিস্তি খেলাপী হলে ও একই বছর খেলাপীর পুনরাবৃত্তি হলে। * ১ বছর পর: পরপর ৩ কিস্তি খেলাপী হলে।	* ১ম বছর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ২ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ১ বছর পর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ৪ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ৩, ৫, ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ৩, ৫, ১০ ও ১৫ বার পূন:বৈধ করা যেতে পারে।
প্রবাসী গৃহায়ণ সঞ্চয়	৩, ৫, ১০ ও ১৫ বছর	৫,০০০/- টাকা এবং এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ	* ১ বছরের কম হলে কোন মুনাফা প্রযোজ্য হবে না। * ১ বছরের বেশী কিন্তু ৩ বছরের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হার। * ৩ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৩ বছর মেয়াদী হিসাবের হার। * ৫ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৫ বছর মেয়াদী হিসাবের হার। * ১০ বছরের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ১০ বছর মেয়াদী হিসাবের হার।	* ১ম বছরে: ১ কিস্তি খেলাপী হলে ও একই বছর খেলাপীর পুনরাবৃত্তি হলে। * ১ বছর পর: পরপর ৩ কিস্তি খেলাপী হলে।	* ১ম বছর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ২ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ১ বছর পর: কারণ দর্শানো সাপেক্ষে ৪ কিস্তি একসাথে গ্রহণ করা যেতে পারে। * ৩, ৫, ১০ ও ১৫ বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ৩, ৫, ১০ ও ১৫ বার পূন:বৈধ করা যেতে পারে।
ডাবল বেনেফিট হিসাব (প্রাক্কলিত)	৬ বছর	৫,০০,০০০/- টাকা এবং এর গুণিতক যে কোন পরিমাণ	* ১ বছরের কম হলে কোন মুনাফা প্রযোজ্য হবে না। * ১২ মাসের বেশী কিন্তু ২৪ মাসের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হার। * ২৪ মাসের বেশী কিন্তু মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ১ বছর মেয়াদী হিসাবের হার। * মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে নগদায়ন করা হলে মুনাফা শুধুমাত্র পূর্ণ বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে।	* প্রযোজ্য নয়।	* প্রযোজ্য নয়।

* সকলক্ষেত্রে অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাবের হার প্রদত্ত হবে।

৬. বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাবের বিপরীতে অবসরকালীন ভাতা প্রদান (Retirement benefit against Special savings (pension)Scheme): এই প্রকল্পের আওতায় মেয়াদান্তে গ্রাহক লাভসহ এককালীন অথবা গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে জমা স্থিতি উত্তোলন করতে পারবেন। মাসিক ভিত্তিতে পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের পর মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের হারে লাভ প্রদান করা হবে এবং হিসাবে যতদিন পর্যন্ত স্থিতি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত গ্রাহককে নির্ধারিত হারে মাসিক ভিত্তিতে পেনশন প্রদেয় হবে। আমানতকারীর মৃত্যুর পর নিয়মানুযায়ী তার মনোনীত ব্যক্তি সাকশেসন সার্টিফিকেট ছাড়াই গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকলে আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে সাকশেসন/ওয়ারিশান সার্টিফিকেট মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধ করা হবে।

৭. মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত হিসাব কমপক্ষে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা তার গুনিতক যে কোন পরিমাণ ৩ (তিন) ও ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে খোলা যায়।

৮. ৫০ বা তদূর্ধ্ব বছর বয়সী বাংলাদেশি নাগরিক 'মুদারাবা সিনিয়র সিটিজেন মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত স্কীম' (MSCMPDS) এর অধীনে ন্যূনতম ১,০০,০০০/- টাকা এবং এর গুণিতক যে কোনো পরিমাণ ১, ৩ এবং ৫ বছর মেয়াদে এ হিসাব খুলতে পারবেন। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধের ক্ষেত্রে ১ বছরের কম হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হারে মুনাফা পাবে। ১ বছরের বেশি কিন্তু ৩ বছরের কম হলে ১ বছর মেয়াদী হিসাবের হার এবং ৩ বছরের বেশি কিন্তু ৫ বছরের মেয়াদপূর্তি হয়নি সেক্ষেত্রে ৩ বছর মেয়াদী হিসাবের হারে মুনাফা পাবে। এক্ষেত্রে MSCMPDS হিসাবে প্রযোজ্য হারে মাসে মাসে যে মুনাফা প্রদান করা হয়েছে তা সমন্বয় করা হবে। MMPDS ও MSCMPDS হিসাবে মাসিক মুনাফা প্রদান শুরু হবে আমানত গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী মাসের সংশ্লিষ্ট তারিখে।

৯. ৩ (তিন) ও ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী হিসাব খোলার ৩ বছরের পূর্বে টাকা উত্তোলন করা হলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী হিসাব খোলার ৩ (তিন) বছর পর কিন্তু ৫ (পাঁচ) বছরের পূর্বে টাকা উত্তোলন করা হলে ১ম ৩ (তিন) বছরের জন্য ৩ (তিন) বছর মেয়াদী হারে এবং বাকী সময়ের জন্য মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে মুদারাবা মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদত্ত হারে মাসে মাসে যে মুনাফা প্রদান করা হয়েছে তা সমন্বয় করা হবে।

১০. মেয়াদী হিসাব ন্যূনতম ১০০০ টাকা এবং ১০০০ টাকার গুণিতক হিসাবে উর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ টাকা ৩, ৬, ১২, ২৪, ৩৬ মাস এবং ১০০, ২০০, ৩০০ দিন মেয়াদে খোলা যায়। তবে ১ মাস মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ (এক) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ টাকায় হিসাব খুলতে হবে।

১১. এক মাসের মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রে মাস পূর্তির পূর্বে এবং অন্য মেয়াদের তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর কোন প্রকার লাভ দেয়া হয় না। অন্যদিকে এক মাস/তিন মাস পূর্ণ হওয়ার পরে কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা তুলে নিলে উক্ত জমার উপর প্রাসঙ্গিক মেয়াদের হারে লাভ হিসাব করে উক্ত লাভ থেকে আনুপাতিক হারে এক মাস/তিন মাসের লাভ বাদ দিয়ে নীট লাভ হিসাবধারীকে প্রদান করা হয়।

১২. হিসাবের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর ৩০ দিনের মধ্যে টাকা উত্তোলন না করলে মোট স্থিতি পূর্বে উল্লেখিত মেয়াদের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একই শর্তে নবায়িত হিসাবে গণ্য হবে।

১৩. ৫ ও ১০ বছর মেয়াদে ২৫,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা, ২,০০,০০০ টাকা, ৫,০০,০০০ টাকা ও ১০,০০,০০০ টাকার এনআরবি সেভিংস বন্ড শুধুমাত্র অনিবাসী বাংলাদেশী নাগরিক একক বা যৌথনামে ক্রয় করতে পারবেন। এ বন্ড ৩ বছরের মধ্যে নগদায়ন করলে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে প্রদেয় হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

১৪. MSB এর ক্ষেত্রে ৫ ও ৮ বছর মেয়াদে ৫০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকা, ৫০,০০০ টাকা, ১,০০,০০০ টাকা, ৫,০০,০০০ টাকা ও ১০,০০,০০০ টাকা মূল্যমানের মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ক্রয় করা যাবে। এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে বন্ড নগদায়ন করা হলে উক্ত বন্ডের উপর কোন মুনাফা দেয়া হবে না এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বে কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত হবার পর বন্ড ভাঙ্গালে উক্ত জমার উপর প্রাসঙ্গিক ওয়েটেজের ভিত্তিতে লাভ হিসাব করে উক্ত লাভ থেকে আনুপাতিক হারে তিন মাসের লাভ বাদ দিয়ে নীট লাভ হিসাবধারীকে প্রদান করা হবে।

১৫. "Mudaraba Double Benefit Account (Estimated)"-এর ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) বছর মেয়াদী নূন্যতম ৫ লক্ষ টাকা বা এর গুণিতক হারে টাকা জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যাবে।

১৬. ১২ (বার) মাস পূর্ণ হওয়ার পর কিন্তু ২৪(চব্বিশ) মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নগদায়ন করা হলে সঞ্চয়ী হিসাবের হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। ২৪(চব্বিশ) মাস পূর্ণ হওয়ার পর কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে নগদায়ন করা হলে এক বছর মেয়াদী MTDR হারে মুনাফা প্রদান করা হবে। কেবল মেয়াদ পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে মুনাফাসহ সমুদয় অর্থ প্রদান করা হবে। শুধুমাত্র পূর্ণ বছরের জন্য মুনাফা প্রযোজ্য হবে।

১৭. মেয়াদ উত্তীর্ণের পর প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে হিসাবটি নবায়ন করা যাবে।

আমরা উভয়পক্ষ উক্ত নিয়মাবলী এবং এতদসংক্রান্ত প্রচলিত সকল আইন মেনে চলতে সম্মত হয়ে নিম্নে স্বাক্ষর করে অত্র চুক্তিনামা সম্পাদন করলাম।

হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

AOF-4 দ্বারা মুদারাবা মেয়াদী জমা হিসাব (MTDRA)/মুদারাবা সেভিংস বন্ড হিসাব (MSBA)/মুদারাবা এনআরবি সেভিংস বন্ড হিসাব (MNSBA)/মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক জমা হিসাব (MMPDSA)/মুদারাবা সিনিয়র সিটিজেন মাসিক মুনাফাভিত্তিক জমা হিসাব (MSCMPDS)/ মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাব (MSSA)/মুদারাবা শিক্ষা সঞ্চয় স্কীম হিসাব (MESS)/মুদারাবা প্রবাসী হাউজিং স্কীম হিসাব (MEHDS)/মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব (MHSA)/মুদারাবা মোহর সঞ্চয়ী হিসাব (MMSA)/মুদারাবা বিবাহ সঞ্চয়ী হিসাব (MBSA)/ডাবল বেনেফিট হিসাব (প্রাক্কলিত) খোলা যাবে।

হালনাগাদ আগস্ট ২০২৩

Printed by : ...../00000000 sets/00/2023